79

তারিখ 27 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

দৈনিক সংবাদ

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

দশটি জেলায় ৪ লাখ শিশু স্কুলে যায় না

রুকুনউদ্দৌলাহ্ ।। যশোর, ২৬শে জুলাই।– দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চলের ১০টি জেলায় ৪ লাখ ৫ হাজার ৯শ' ৫০ জন ছেলেমেয়ে স্কুলে যায় না। এদের বয়স ৬ থেকে ১০ বছর। এ অঞ্চলে স্কুলে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ১৬ লাখ ৫৮ হাজার ৮শ' ২৫ জন। এর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ১২ লাখ ৫২ হাজার ৯শ' ৭৫ জন। শিক্ষা বিভাগের একটি সূত্রে জানা গেছে, এ এলাকার শতকরা ৭০ ভাগ লোকই দরিদ্র কৃষিজীবী। যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, ফরিদপুর, সাতক্ষীরা, খুলনা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর জেলার লাখ লাখ ছেলেমেয়ে বইয়ের ধারে কাছেই যায় না। বরং তারা বাবা–মায়ের বিভিন্ন সাংসারিক কাজে সাহায্য করে। কেউবা মাঠে বাবার জন্য ভাত নিয়ে যায়, মায়ের রান্নার জন্য কাঠ কুড়ায়, আবার কেউবা গরু–ছাগল চরায় মাঠে। এই ছেলেমেয়েদের মধ্যে আবার অনেকেই বিভিন্ন কাজের সাথে জড়িত। যেমন খোয়া ভাঙা, হোটেল রেস্টুরেন্টের কাজ, ফুটপাতের চায়ের দোকানে 'টি'বয়ের কাজ করে। আবার কেউবা বাদাম, চানাচুর, কলা বা অন্যান্য দ্রব্যাদি ফেরি করে বিক্রি করে। এর থেকে উপার্জিত অর্থ তারা দিয়ে থাকে নুন আনতে পান্তা ফুরানো বাবার সংসারে। আর তাই অভিভাবকরাও ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠাবার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী হয় না। দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চলের ১০টি জেলায় বছরে ৩ লাখ ৮০ হাজার টন খাদ্য ঘাটতি। অভাবী মানুষের সংখ্যা বেশি। তাই অভিভাবকরা শিশুকাল থেকেই কোমলমতি ছেলেমেয়েদের পাঠায় বিভিন্ন আয় রোজগারের জন্য। তারা মনে করে 'তাদের ভাগ্যে' লেখাপড়া নেই। এ অঞ্চলের ৫৬টি থানায় প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ১০ হাজার ৮শ' ৭৫টি। এর মধ্যে ১শ' ৪৮টিতে কোন ব্লাকবোর্ড নেই। ১ হাজার ৮শ' ৪টিতে ২টি করে টেবিল ও ১টি করে ব্লাকবোর্ড আছে। ৩শ' ২০টি স্কুলে ২টি করে ব্লাকবোর্ড আছে। খুলনা বিভাগের একজন শিক্ষা কর্মকর্তা বলেছেন, অভিভাবকদের দারিদ্রতা, স্কুল ভবনের জরাজীর্ণ অবস্থা, আসবাবপত্রের অভাব, শিক্ষক স্বল্পতা ইত্যাদি কারণে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী অনেকাংশে ব্যাহত হচ্ছে।